মেহেরপুরে কামরুল হাসানের গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান আজ শনিবার বিকেল পাঁচটায় সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের শালিকা- বাড়িবাকা গ্রামে গণসংযোগ করেন। এ সময় তিনি বিএনপির কেন্দ্র ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে লিফলেট বিতরণ করেন এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

গণসংযোগকালে জেলা বিএনপির সদস্য ওমর ফারুক লিটন, বাঁকা বিল্লাহ, জহির হোসেন চঞ্চল, শাহিদুল ইসলাম, ফিরোজুর রহমান, সৌরভ, নাহিদসহ স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় অ্যাড. কামরুল হাসান বলেন, “দেশে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে ৩১ দফা বাস্তবায়নের বিকল্প নেই। এই কর্মসূচির প্রতিটি দফা জনগণের মুক্তির সনদ।”

মেহেরপুরে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে মৌসুমি জ্বর’ আক্রান্ত হচ্ছেন পরিবারের সবাই

মেহেরপুরে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে মৌসুমী জ্বরের প্রকোপ। আক্রান্তদের মধ্যে শিশু ও বৃদ্ধই বেশি। মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল, গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স রোগীর ভীড়ে হিমশীম খাচ্ছেন চিকিৎসক ও নার্সরা। হাসপাতালগুলোতে দেখা দিয়েছে ওষধ সংকট।

মেহেরপুরে ঘর ঘর এখন মৌসুমি জ¦রের প্রকোপ। জ¦রের প্রভাবে বিশেষ করে শিশু, বয়স্ক, শ্বাসকষ্টজনিত রোগী এবং যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম তাদের বেশি ভোগান্তিতে পড়ছেন। মেহেরপুর ২৫০ শয্যা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

করলেন কামরুল হাসান

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান তাঁর নিজ গ্রাম রাইপুর কবরস্থানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করেছেন।

আজ শনিবার সকাল ১০টার দিকে তিনি স্থানীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে কবরস্থান এলাকায় প্রায় ২০০টি বৃক্ষরোপণ করেন। কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন প্রজাতির ফলদ ও বনজ গাছ রোপণ করা হয়। এসময় কবরস্থানের আশপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন করা হয় এবং আগাছা পরিষ্কার করা হয়।

বক্তব্যে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, “মর্যাদাপূর্ণ এই পবিত্র স্থানকে পরিবেশবান্ধব ও সবুজ রাখার জন্য আমাদের সকলেরই এগিয়ে আসা উচিত। ভবিষ্যতেও এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।”

স্থানীয় বাসিন্দারা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং কবরস্থানের পরিবেশ রক্ষায় এ ধরনের আরও উদ্যোগের আহ্বান জানান।

মেহেরপুর সদর উপজেলা হাজী সমিতির সংবর্ধনা ও বার্ষিক সম্মেলন

মেহেরপুর সদর উপজেলা হাজী সমিতির উদ্যোগে নতুন ও পুরাতন হাজীদের সংবর্ধনা ও বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার দুপুরে মেহেরপুর হোটেল বাজার জামে মসজিদে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে হাজী সমিতির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা হাজী সমিতির সভাপতি হাজী নুর হোসেন আঙ্গুর। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাজী আক্তার হোসেন রিন্টু। সঞ্চালনা করেন হাজী আক্কাস আলী।

প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জামিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসার পরিচালক মুফতি হাফিজুর রহমান। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ডা. আব্দুস সালাম, হাজী নুর রহমান, হাজী কুতুব উদ্দিন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে হাজীদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জানিয়ে দোয়া এবং আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর মিফতাহুল কুরআন মাদ্রাসার দুই হাফেজকে পাগড়ি প্রদান

মেহেরপুরের মিফতাহুল কুরআন মাদ্রাসায় দুই হাফেজকে আনুষ্ঠানিকভাবে পাগড়ি প্রদান করেছেন দুই মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ। শনিবার সকালে মাদ্রাসা মিলনায়তনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক, ইমাম, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাদ্রাসার পরিচালক হাফেজ মাওলানা মোঃ শাহ জালাল। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সিদ্দিকুর রহমান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পৌর জামে মসজিদের ইমাম শাজাহান আলী।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন গড় জামে মসজিদের সাবেক ইমাম মোঃ আব্দুল হান্নান, আবুল কাসেম, রুহুল আমীন, হাফেজ মোঃ আব্দুল হালিম এবং হাফেজ রাকাত খন্দকার রত্ন।

অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও গজল পরিবেশন করেন শিক্ষার্থী আরাফাত হোসেন, বায়েজিত হোসেন, আরিফ, খাদিজাতুল কোবরা, ফাইম আবরার তৈয়ব, সাদিয়া সুলতানা, ফাইম ফয়সাল ক্বারী ও কাওসার খান।

অনুষ্ঠানের দ্বার প্রান্তে, হাফেজ মোঃ আব্দুল হালিম ও হাফেজ রাকাত খন্দকার রত্নকে আনুষ্ঠানিকভাবে পাগড়ি প্রদান করা হয়। এরপর দেশ ও মুসলিম জাতির শান্তি কামনায় দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর কলেজ মোড়ের জমি নিয়ে উত্তেজনা

মেহেরপুর সরকারি কলেজ মোড়ে একটি জমি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে শুরু করে প্রশাসনিক মহল পর্যন্ত চলছে উত্তেজনা । জমিটি একক ব্যক্তি মালিকের পৈতৃক সম্পত্তি, নাকি এটি পৌরসভার -এই প্রশ্নে বিভক্ত হয়ে পড়েছে শহরের সাধারণ মানুষ, রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও প্রশাসন। এ ইস্যুকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পাল্টাপাল্টি স্ট্যাটাস, খোলা চিঠি, এবং শেষ পর্যন্ত অনশনের ঘোষণায় পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে হয়ে উঠেছে।

গত ২১ জুলাই ২০২৫, মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু তাঁর ব্যক্তিগত ফেসবুক অ্যাকাউন্টে একটি দীর্ঘ স্ট্যাটাস দেন, যার শিরোনাম ছিল-“পৌর সম্পত্তি রক্ষায় পৌরবাসীর প্রতি খোলা চিঠি”। সেখানে তিনি দাবি করেন, কলেজ মোড়ের পোস্ট অফিস ও তুলা ভবনের সামনের জায়গায় রাতারাতি বেআইনিভাবে কিছু দোকানঘর নির্মাণ করা হয়েছে, যা পৌরসভার মালিকানাধীন সম্পত্তি। তিনি অভিযোগ করেন, ০১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মো. মহাব্বত আলী জমিটি নিজের বলে দাবি করে আদালতে মামলা করলেও, তৎকালীন জেলা জজ জমিটি পৌরসভার বলে রায় দিয়েছিলেন। মামলার আপিল এখনো বিচারাধীন।

সাবেক মেয়র অভিযোগ করেন, “আদালতের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি সেখানে নির্মাণ করতে পারে না। পৌরসম্পত্তি আত্মসাৎ করতে মহাব্বত আলী মিথ্যা দাবি করছেন এবং তার ঘনিষ্ঠতা কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় বেআইনিভাবে ঘর নির্মাণ করছেন।”

তিনি আরও লেখেন, “দশ দিনের মধ্যে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে আমরা পৌরবাসীকে সাথে নিয়ে আমরণ অনশন কর্মসূচি পালন করবো। বর্তমান পৌর প্রশাসকের কাছে আমাদের প্রত্যাশা, তিনি যেন জনগণের স্বার্থে, পৌরসভার সম্মান রক্ষায় সাহসী ভূমিকা রাখেন।”

এদিকে, সাবেক মেয়রের স্ট্যাটাসের পরদিনই, জমির বর্তমান মালিক দাবিদার মো. মহাব্বত আলীর ছেলে ইয়াসিন আলী মারুফ তার ব্যক্তিগত

ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ‘মারুফ উদয়’ থেকে একটি পাল্টা স্ট্যাটাস দেন। সেখানে তিনি সাবেক মেয়রের উদ্দেশে লিখেছেন, “আপনার মত একজন নামাজী, শিক্ষিত মানুষ থেকে এ ধরনের আচরণ আশানুরূপ নয়। আপনি যদি প্রমাণ দিতে চান, তা ফেসবুকে না দিয়ে আদালতেই দিন।”

তিনি আরও লেখেন, “জমিটি আমাদের পৈতৃক, যার সব দলিল, খতিয়ান, রেকর্ড ও খাজনার প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। আপনি নিজেও জানেন, গনপূর্ত, পোষ্ট অফিস ও তুলা উন্নয়ন বোর্ডের জমি অধিগ্রহণ হয়েছে মূল জমির ভেতর থেকে, সামনের অংশটি কখনোই অধিগ্রহণ হয়নি।”

মারুফ তার পোস্টে সাবেক মেয়রের উদ্দেশে আরও অভিযোগ করেন, “আপনি আমাদের বিরুদ্ধে মব সৃষ্টি করতে চাচ্ছেন। এমনকি শোনা যাচ্ছে, আপনি বা আপনার অনুসারীরা আমাদের দোকান ভাঙতে পারেন। আমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি।”

মহাব্বত আলী দাবি করে মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, তার দাদা আজহার শেখ ও পিতা আসাদুর রহমানের কাছ থেকে ১৯৬০ ও ৮০-র দশকে পর্যায়ক্রমে গণপূর্ত বিভাগ, পোস্ট অফিস ও তুলা উন্নয়ন বোর্ড জমি অধিগ্রহণ করে। তাতে রাস্তার সামনের অংশ বাদ যায়, যা তাদের নামে থেকে যায়। ২০০২ সালে আদালত তাদের পক্ষে রায় দেন। এছাড়া আমরা নিয়মিতভাবে জমির খাজনা পরিশোধ করে আসছি এবং জমিটি আমাদের দখলে রয়েছে। তিনি অভিযোগ করে বলেন, তৎকালীন সময়ে সাবেক মেয়র মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু আমার কাছে ৫ শতক জমি চেয়েছিলেন। আমি বলেছিলাম এটা আমাদের মালিকানা জমি। জমি দেওয়ার প্রশ্নই আসেনা। পরবর্তীতে আমি ২০২২ সালে আমার ছেলে মারুফকে জমি দলিল করে দিই, যার দলিল নম্বর ২০৩৫/২২ এবং খতিয়ান ১৩২০৬।

মহাব্বত আলী আরও বলেন, তৎকালীন সময়ে সাবেক মেয়র জমিটি দখলে চেষ্টা করলে তাঁর বড় ভাই মো.শাফায়েত হোসেন ২০০৬ সালে মেহেরপুরের যুগ্ম জেলা জজ ১ম আদালতে মেহেরপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান ও সচিব বিবাদী করে জমিটি তাদের দাবী করে একটি মামলা দায়ের করেন। সেই মামলাটি এখনো বিচারাধীন রয়েছে। গত ৩১ জুলাই সংগ্রহ করা আদালতের একটি আদেশ স্লিপ থেকে জানা গেছে, মামলাটি বিচারাধীন এবং মেহেরপুর পৌরসভার বিপক্ষে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রয়েছে।

এ বিষয়ে সহকারী ভূমি কর্মকর্তা ওহিদুর রহমান জানান, “মহাব্বত আলী বর্তমানে নিয়মিত খাজনা দিচ্ছেন এবং জমিটি তাদের নামে রয়েছে।”

মেহেরপুর পৌরসভার প্রশাসক ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. তরিকুল

ইসলাম বলেন, “যেহেতু জমিটি নিয়ে আদালতে মামলা বিচারাধীন, বাদির পক্ষে আদালতের নিষেধাজ্ঞা আছে, সেহেতু আদালতের আদেশ অমান্য করার সুযোগ নেই।”

মেহেরপুরে ডিএনসির অভিযানে স্বামী-স্ত্রীসহ তিন মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুর সদর উপজেলার দক্ষিণ শালিকা গ্রামে অভিযান চালিয়ে ১৪০ বোতল ফেনসিডিলসহ স্বামী-স্ত্রীসহ তিন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি)।

আজ শুক্রবার দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত অভিযানে ওই তিনজনকে আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন—সদর উপজেলার দক্ষিণ শালিকা গ্রামের গোলাম শেখের ছেলে হাফিজুর রহমান (৫০), তার স্ত্রী চায়না খাতুন (৪৫) এবং একই এলাকার ওজুদুল ঘটকের ছেলে চাঁদ আলী (৩৮)।

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক বিদ্যুৎ বিহারী নাথ বলেন, ‘গোপন তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, হাফিজুর রহমান ও তার স্ত্রী চায়না খাতুন নিজ বাড়িতে বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিল মজুত করে রেখেছেন। পাশাপাশি চাঁদ আলী কোমরে লুঙ্গির ভেতরে ফেনসিডিল লুকিয়ে বহন করছিলেন।’

পরে ডিএনসির একটি বিশেষ দল চায়না খাতুনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে হাফিজুর ও তার স্ত্রীর কাছ থেকে ১৩০ বোতল এবং চাঁদ আলীর কাছ থেকে আরও ১০ বোতল—মোট ১৪০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে।

তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে। মামলার পর তাদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেলা কারাগারে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন ডিএনসির এই কর্মকর্তা।

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জানিয়েছে, মাদকবিরোধী অভিযান আরও জোরদার ও ধারাবাহিকভাবে চলবে।

মুজিবনগর সীমান্তে ১৭ বাংলাদেশীকে ফেরৎ

মেহেরপুরের মুজিবনগর সীমান্তে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্য পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে চার শিশু, পাঁচ নারীসহ ১৭ বাংলাদেশীকে ফেরৎ পাঠিয়েছে বিএসএফ।

আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১টা থেকে ১২ টা পর্যন্ত ৬ বিজিবি এবং ১৬১ বি এস এফ এর কোম্পানি কমান্ডার পর্যায় পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে এসব বাংলাদেশীকে ফেরৎ দেন তারা।

আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১০৫ এর নিকট নোম্যান্সল্যান্ডের কাছে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । ফেরৎ আসা সবাই খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার বাসিন্দা।

শুক্রবার বিকাল তিনটার সময় ৬ বিজিবির চুয়াডাঙ্গা সেক্টর কমান্ডার থেকে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিভিন্ন সময় বাংলাদেশ থেকে ভারতে অবৈধ ভাবে অনুপ্রবেশ করে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এসব বাংলাদেশী দীর্ঘদিন যাবৎ বসবাস করছিলেন। এসব বাংলাদেশীকে যথাযথ আইনী প্রক্রিয়া শেষে মুজিবনগর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

মাইলস্টোন ট্রাজেডি: মুজিবনগরে মাহিয়ার কবরে বিমানবাহিনীর শ্রদ্ধা

বিমান বাহিনী প্রধানের পক্ষ থেকে মাইলস্টোন স্কুল এন্ড কলেজের দুর্ঘটনায় নিহত শিক্ষার্থী মাহিয়া তাসনিম মায়া’র কবরে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, ও তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মুজিবনগর উপজেলার জয়পুর গ্রামের জামে মসজিদে দোয়া শেষে মাহিয়ার কবরে পুস্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বিমানবাহিনীর স্কোয়াডন লিডার ইকতিদার অভিবাদন গ্রহণ করেন। এসময় মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল, মেহেরপুর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান খান, নিহত মাহিয়া তাসনিমের নানা নজরুল ইসলামসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে শুক্রবার বেলা ১২টার দিকে বিমান বাহিনীর উইং কমান্ডার রেহানা ও স্কোয়াডন লিডার ইকতিডারের নেতৃত্বে ১৯ সদস্যের একটি টিম নিহত মাহিয়া তাসনিম মায়ার পরিবারের সাথে স্বাক্ষাত করে সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

তারা নিহত মাহিয়া তাসনিমের মা আফরোজা আক্তার বিউটির ও নানা নজরুল ইসলামের সাথে কথা বলেন।

পরে তার কবর জিয়ারত শেষে স্থানীয় মসজিদে আয়োজিত মিলাদ মাহফিলে অংশ নেন।

উল্লেখ্য, মাহিয়া মাইলস্টোন স্কুলের অষ্টম শ্রেনীর ছাত্রী ও চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি গ্রামের প্রয়াত প্রকৌশলী মোহাম্মদ আলীর মেয়ে।

২৪ জুলাই বিকেলে রাজধানীর শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় মাহিয়া।
পরে তার নানাবাড়ি মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার জয়পুর গ্রামে কবরস্থানে দাফন করা হয় মাহিয়াকে।

মেহেরপুরে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের ‘মার্চ ফর জাস্টিস’ পদযাত্রা

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম, মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে ‘মার্চ ফর জাস্টিস’ শিরোনামে একটি পদযাত্রা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৩১ জুলাই) দুপুরে জেলা আইনজীবী ভবনের সামনে থেকে এই পদযাত্রা শুরু হয়।

পদযাত্রাটি মেহেরপুর শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা ও দায়রা জজ আদালত চত্বর ঘুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী আইনজীবীরা ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড বহন করে ন্যায়বিচারের দাবিতে স্লোগান দেন।

পদযাত্রা শেষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের জেলা আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট আসাদুল আজম। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ফোরামের সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সাবেক পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাডভোকেট আবু সালেহ মো. নাসিম, অ্যাডভোকেট তুহিন অরণ্য, আনোয়ার হোসেন, মোখলেসুর রহমান স্বপন, অ্যাডভোকেট আদিল করিম, আলমগীর ইকবাল আলম, আফরোজা খাতুন, মিজানুর রহমান, ফরিদ উদ্দিন, এহান উদ্দিন মনা, সাহেব আলী, আল মামুন অনাল, কল্লোলসহ ফোরামের অন্যান্য সদস্যরা।

বক্তারা বলেন, দেশে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আইনজীবীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।